উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পরিক্ষা নিরিক্ষা চলছে, ন্যাশানাল ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের অনুরোধে।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মহীতোষ মজুমদার বলেছিলেন যে, এই ঘটনা যদি সত্য হয় যে দূর থেকে একজনের মনের কথা শোনা যায় এবং তাকে মেরে ফেলাও যায় তাহলে ভাবা এটমিকের কপালে দুঃখ আছে। ঘরোয়াভাবে এই বক্তব্য বলার মাত্র এক মাসের মধ্যে শ্রী মজুমদার কলকাতা হাইকোর্টের চেম্বারের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং তৎক্ষণাৎ তাকে নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হলেও তার পরদিন তিনি মারা যান। শেয়ার কেলেঙ্কারিতে যখন বোঝা যাচ্ছিল যে হরষদ মেহেতার পিছনে প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের আশীর্বাদ রয়েছে, যেটা ইউনিট ট্রাষ্ট অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং ন্যাশনাল হাউসিং ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান এম, জে, ফেরওয়ানি হয়তো বলে দিতে পারেন নিজেকে বাঁচানোর জন্য। ঠিক সেই সময় ফেরওয়ানি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। NLW দূর থেকে মানুষ মারার ব্যাপারেও নব দিগন্তের উন্মোচন করছে। NLW সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তুখোড় মার্কিন বিজ্ঞান সাংবাদিকরা অবধি বলেছেন NLW সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় সেটা ভাসমান শৈল শীলার অগ্রাংশ, যার নব্বই শতাংশ জলের তলায়। তবু যেটুকু জানা যায় তা হল (১) লেসার বীম—শত্রু পক্ষের প্লেন ভাঙতে ব্যবহার করা হয়, অথচ সাধারণ লোকে জানবে পাখির ধাক্কায় বা পাইলটের ভুলে প্লেন দুর্ঘটনা হয়েছে। বাজার দখলের উদ্দেশ্যে কোন নির্দিষ্ট কোম্পানির প্লেনকে বারবার ভাঙা হয় যাতে ঐ কোম্পানী উৎপাদিত প্লেন বিক্রী কমে যায়। লেসার বীম দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষ সেনাদলের চোখে সাময়িক অন্ধত্ব (Temporary blindness) আরোপ করা যায়। ট্রেনের ড্রাইভার, ট্রাকের ড্রাইভার বা প্লেনের পাইলটদের সাময়িকভাবে অন্ধ করে দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে প্রতিপক্ষ দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করা সম্ভব এই লেসার বীমের প্রয়োগে।

(২) লো ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটর ঃ এই লো ফ্রিকোয়েন্সী প্রয়োগে যে কোন মানুষকে ধীরে ধীরে জড় পদার্থে পরিণত করা হয়, তার হাঁটা চলার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে, বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়, নিশ্চিন্ত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয় আক্রান্ত ব্যক্তিকে।

(৩) সুপার কস্টিক ঃ পৃথিবীর যে কোন বেতার বা টিভি কেন্দ্র, টেলিফোন কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এই শব্দাস্ত্র প্রয়োগ করলে সমস্ত বৈদ্যুতিক তার গলে দুমড়ে মচকে গিয়ে অগ্নিকান্ড ঘটিয়ে দেবে এবং সেই কেন্দ্র অচল হয়ে যাবে।

(৪) হাই ফ্রিকোয়েন্সী জেনারেটর ঃ হাই-ফ্রিকোয়েন্সীর মাধ্যমে যে কোন বাড়ী, ব্রীজ, বিমানবন্দর গুঁড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। কলকাতায় যখন বড় বড় বাড়ী একটার পর একটা ভেঙ্গে পড়তে থাকে, যার সূত্রপাত প্রদীপ কুন্ডলিয়ার বাড়ী ভাঙ্গা থেকে তখন ভাবা পরমাণু কেন্দ্রে পি কে খেমকা হাইফ্রিকোয়েন্সী জেনারেটর নিয়ে অত্যন্ত গোপনে গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন।

(৫) মাইক্রোওয়েভ জেনারেটার ঃ সব থেকে বীভৎস অস্ত্র, পৃথিবীর যে কোন শহরকে মুহূর্ত্তের মধ্যে আগুন না ধরিয়ে প্রচন্ড তাপমাত্রা সৃষ্টি করে সমস্ত মানুষকে না পুড়িয়ে মেরে ফেলা সম্ভব, মাইক্রোওয়েভ বার্নারে যেমন রান্নার রঙ অপরিবর্ত্তিত থাকে ঠিক তেমনই সমস্ত মৃতদেহ অপরিবর্ত্তিত থাকবে, শুধু হাত দিলে বেগুন ভাতের মত মৃতদেহের চামড়া গলে হাতে উঠে আসবে।

উপরে বর্ণিত সমস্ত অস্ত্রই ডিক্লেয়ারড নন লেথাল ওয়েপন। যেগুলো সম্বন্ধে জানা যায় না সেগুলো হয়তো আরও ভয়ঙ্কর। এবং এই সমস্ত অস্ত্রই রিমোট কন্ট্রোল পদ্ধতিতে প্রয়োগ হয় যাতে কোন প্রমাণ না থাকে। নন লেথাল ওয়েপন মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেটের বিরাট অংশ ধীরে ধীরে দখল করেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল সেনেটের যে কমিটি প্রতিরক্ষা খরচ মঞ্জুর